পরিমার্জিত ডিপিএড

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ৩
শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন

উপমডিউল ৮
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ–বিটিপিটি)

লেখক

কেয়া বালা, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
মোহা: মোমিনুল হক, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
অর্চনা সাহা, ইন্সট্রাক্টর সাধারণ, পিটিআই, মানিকগঞ্জ।
শ্যামল বড়ুয়া, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, রাঙ্গামাটি।
মো: নাজমুল হুদা, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ভাঙ্গুড়া, পাবনা।
মিলিতা হালদার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপপ্রধান সমন্বয়ক

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সম্পাদক

ড. উত্তম কুমার দাশ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

মো: নাজমুল হুদা, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ভাঙ্গুড়া, পাবনা।

কারিকুলাম ডেভেলপার সমন্বয়ক

মো: দুলাল মিয়া
শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পরিমার্জনকারী

নিরেশ চন্দ্র মুখার্জী, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, রংপুর পিটিআই
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার সায়েন্স), ফরিদপুর পিটিআই

প্রুফ সম্পাদনা

প্রফেসর মো: মজিদুল ইসলাম
সাবেক চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিসেম্বর ২০২৩

মুখবন্ধ

মানসম্মত শিক্ষার অন্যতম অনুসঙ্গ হলো মানসম্মত শিক্ষক। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বায়নের যুগে দেশে দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রেও উন্নয়নের গতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেলেও পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষককে নবতর ধারণার সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক। ইতোমধ্যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে ব্যাপক পরিমার্জন হয়েছে ; পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের সাথে অভিযোজন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণীত শিক্ষক সহায়িকা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ পরিমার্জনের কাজ চলমান। পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সবসময় সমন্বয় করা হয়। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষককেও যোগ্য করে গড়ে তোলা আবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষকের মান উন্নয়নের একটি সঠিক পরিকল্পনা। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইতোপূর্বে পরিচালিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্সের সংস্কার সাধন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) প্রচলন করা হয়েছে।

শিক্ষকের চাহিদা, শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশা, ইতোপূর্বে প্রণীত ডিপিএড কোর্সের প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যমান কাঠামো বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ মডিউলের আওতায় বিটিপিটি এর ম্যানুয়ালসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সাধন ও কাঙ্খিত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষম শিক্ষক গড়ার সর্বময় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহে প্রথমে ধারণা এবং পরে পাঠের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগও রাখা রয়েছে। বিটিপিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবে বলে আশা করা যায়।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নেপ, এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগসহ সকল অংশীজনের সার্বিক প্রয়াসে সমুদয় কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বিধায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আশা করছি এই মডিউলের আওতায় ম্যানুয়ালসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণের গুণগত মনোন্নয়ন, যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষক সৃষ্টি তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় অত্যন্ত সহায়ক হবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যাতে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা অর্জনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাভিত্তিক শিখনক্ষেত্র ব্যাক্তির বৈচিত্র্যময়তার প্রতি সম্মান ও নৈতিকতা গঠনের সাথে সরাসরি জড়িত। তাই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ের শিখন শেখানো দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শনকরত: সহযোগিতা, সহমর্মীতা, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকার মাধ্যমে দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণ এর মডিউল ৪ এর অধীন ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রাথমিকভাবে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ম্যানুয়াল প্রণেতাগণ কর্তৃক মডিউলের পরিমার্জন ও উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত, মাঠ পরীক্ষণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকায় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন রয়েছে। অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মীতা ও একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের উপর। একইসাথে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলী বাস্তবায়নের কৌশল আয়ত্ত্বকরণ ও তার বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অনুশীলনমূলক কার্যক্রমের সুযোগ রাখা হয়েছে। একেবারেই নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক সহাবস্থানের বিষয়টি। উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুখী বাংলাদেশ বিনির্মাণে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই সহায়িকাটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে সহায়িকা পরিমার্জনে সংযোজন করা হবে। মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

তথ্যপুস্তক ব্যবহার নির্দেশিকা

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে তথ্যপুস্তকে অধিবেশনভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য, কর্মপত্র, কেসস্টাডি একত্রে তথ্যপত্র আকারে সন্নিবেশন করা হয়েছে। প্রথমে অধিবেশন নম্বর, তারপর অধিবেশন শিরোনাম এবং পৃষ্ঠা নম্বর সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনের কাজ সমূহকে অংশ আকারে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। একটি অধিবেশনের অংশগুলোকে ঐ অধিবেশনের নির্ধারিত শিখনফলের উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতি, কৌশল এবং উপকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোকে নির্দেশিত করা হয়েছে, কিন্তু এটি সুনির্দিষ্ট নয়। সামর্থ্য, চাহিদা এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষক অন্যান্য কৌশল, পদ্ধতি ও উপকরণ সংযোজন করতে পারবেন। বিশেষ করে ধর্মীয় আচার চর্চা ও পারস্পরিক সহাবস্থানের বিষয়ে বৈচিত্র্যময় কৌশল শিখন শেখানো কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে।

এই তথ্যপুস্তকটি শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণেরে সময় এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় রিসোর্স বুক হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার নানামূখী পদ্ধতি ও কৌশল উল্লেখসহ বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার সময় যে সকল তথ্য প্রদর্শন করতে হবে তা সেশনের ভিতরে বক্সে আবদ্ধ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন কর্মপত্র সম্পাদানে সহায়ক তথ্য সহ যে সকল তথ্য শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে আবশ্যক তা পৃথকভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষক ও শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে আত্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেদেরেকে প্রতিনিয়ত আপডেট করার সুয়োগ রাখা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়য়ের প্রশিক্ষণকে অংশগ্রহণমূলক এবং বাস্তবায়ন সহজসাধ্য করে তোলার জন্য বহুবিধ শিখন শেখানো কৌশল, কেস স্টাডি এবং পর্যাপ্ত অডিও ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ভিডিও প্রদর্শন এবং ভূমিকাভিনয়সহ হাতে কলমে অনুশীলন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ধর্মীয় অনুশাসন চর্চার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই তথ্যপুস্তকটি চারটি পর্যায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়:

- অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বেই অধ্যয়ন করবেন। কারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে নতুন ধারণা অর্জন সহজ হয়। এবং তার সাথে নিজ চিন্তন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
- তথ্যপুস্তকের শিখনফল ও শেখন শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের জানা থাকে বলে সে সকল পদ্ধতি ও কৌশল শিখনফল অর্জনে কার্যকর কিনা তা পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়।
- পূর্বে পড়া থাকলে যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে-বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজতর হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়:

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করবেন।
- অধিবেশনে সংযুক্ত কর্মপত্র অনুসারে বিভিন্ন একক বা দলগত কাজ সম্পাদন করতে তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে হবে।
- তথ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত কেসস্টাডি অনুসারে ভূমিকাভিনয় করার নির্দেশনা থাকলে সেগুলো বাস্তবায়নে তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে হবে।
- ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে স্থাপনসহ উপকরণের যথাযথ ব্যবহারে প্রশিক্ষককে সহায়তা করবেন।
- তথ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত কেসস্টাডি অনুসারে দলগত কাজ উপস্থাপনার নির্দেশনা থাকলে তার জন্য তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে হবে।
- প্রশিক্ষণকক্ষের নিয়মাবলি প্রতিপালন করবেন এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকেও নিয়মাবলী বাস্তবায়নে ভুমিকা রাখবেন।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। প্রশিক্ষণে সহকর্মীর বক্তব্য শুনে সে সম্পর্কে ধারণা লিখে রাখলে ভিন্নভাবে চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয় পর্যায় :

- একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রাক্কালে অধিবেশন বা আলোচিত বিষয় সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন লিখে রাখবেন। এই লেখার মধ্য দিয়ে বিষয় সম্পর্কে ধারণা, নিজের অবস্থান ও অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত কোনো ভালো মতামতের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।
- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর মধ্যে কোনো নতুনত্ব এবং ভিন্নতা অনুচিন্তনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখবেন। এই বিষয়টি প্রশিক্ষণ শেষেও আপনার দৈনন্দিন শিখন শেখানো কাজে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হবে।
- অধিবেশন শেষে অধিবেশনের অর্জন ও শিখনফলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন গ্রহণ ও প্রদানের জন্য তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে পারবেন।

চতুর্থ পর্যায়:

- তথ্যপুস্তকটি প্রধানত: প্রশিক্ষণ চলাকালীন রিসোর্স বুক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে বিদ্যালয় পর্যায়ে অন্যান্য শিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষণ তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সম্ভব হলে অন্যান্য শিক্ষকগণের সাথে প্রশিক্ষণের বিষয় আলোচনা করে জানার সুযোগ করে দিতে হবে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় এই তথ্য পুস্তকটি সহায়িকা হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন।
- তথ্যপুস্তকে সংযোজিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি তার পর্যালোচনা ও পরিমার্জনভিত্তিক অন্যান্য পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

পরিশেষে আমরা আশা করতে পারি এই তথ্যপুস্তকটির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অশগ্রহণের সময় এবং পরবর্তীতে বিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অনুশাসন চর্চার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

সুচিপত্র

ক্রঃ নং	অধিবেশন	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	-	সুচিপত্র	১
২.	-	অধিবেশনসমূহ	২
৩.	প্রথম	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম	৩
৪.	দ্বিতীয়	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১১
৫.	তৃতীয়	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা (খ্রীষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১২
৬.	চতুর্থ	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল	১৩
৭.	পঞ্চম	শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখন শেখানো অনুশীলন	১৫
৮	ষষ্ঠ	শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখন শেখানো অনুশীলন	১৯
৯	-	তথ্যসূত্র	২৫

অধিবেশন সমূহ

অধিবেশন ১:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম

অধিবেশন ২:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)

অধিবেশন ৩:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (খ্রীষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)

অধিবেশন ৪:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল

অধিবেশন ৫:

শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখন শেখানো অনুশীলন

অধিবেশন ৬:

শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখন শেখানো অনুশীলন

অধিবেশনঃ ১	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম

শিখনফল

ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিষয় এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. বিভিন্ন ধর্মের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবেন।

গ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-কঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিষয় এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা

ধর্ম (Religion) : ধর্ম হল একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত আদর্শের দিকে পরিচালিত করে। **অন্য কথায়,** ধর্ম হল একজন মানুষের নৈতিকতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে সমন্বিত একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত নীতি, আদর্শ ও আদর্শমান অনুযায়ী পরিচালিত জীবনাচরণ অনুশীলনে উৎসাহিত করে।

নৈতিকতা (Morality) : সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজনকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই হল নৈতিকতা।

আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস হল প্রধানত চারটি:

১) ইসলাম ধর্ম ২) হিন্দু ধর্ম ৩) খ্রিষ্ট ধর্ম ৪) বৌদ্ধ ধর্ম

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যঃ

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ তা'য়ালা / সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

লক্ষ্য করুনঃ

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যঃ শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

**এর মধ্যে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন এর উল্লেখ রয়েছে।।

উদ্দেশ্য-১ নম্বর :

আল্লাহ তা'য়ালা / সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতাঃ

সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা।
ধর্মীয় ব্যক্তিগণের (নবি, রাসুল, মহানবি (সা:) এর সাহাবি, ধর্মীয় সাধক পন্ডিত)এর জীবনচরিত অনুসরণ করা।
ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদাচার, সহমর্মিতা, ত্যাগের মনোভাব, দেশপ্রেম, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ ইত্যাদি) অর্জন করে সঠিক পথে চলতে পারা।
নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।
মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

লক্ষ্য করুন :

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধসমূহ বিকাশে আমাদের শিক্ষাক্রমে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু ও শেখন শেখানো কার্যাবলীর আলোকে একজন শিক্ষার্থী যে যে মূল্যবোধ গঠন করতে পারবে, তা হলো :

- নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ অর্জন করা
- নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের নীতি ও অনুশাসন মেনে চলা
- সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাশীলতা পোষণ করা
- সমাজের সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করা
- সৃষ্টির সকল জীবের প্রতি মমত্ববোধ অনুভব করা

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার রূপকল্পঃ

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।'

প্রাথমিক শিক্ষার অভিলক্ষ্য:

শিক্ষার মাধ্যমে এ রূপকল্প অর্জনে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। একটি কার্যকর পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। রূপকল্প বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপ:

১. সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র

৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি

৪. সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক, একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

৫. শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি

প্রাথমিক শিক্ষার যোগ্যতা:

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুনাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

অংশ-খ: বিভিন্ন ধর্মের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ

কর্মপত্র ১.১

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ এর আলোকে চারটি ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ছক

প্রান্তিক যোগ্যতা		**ধর্ম বিশ্বাস**			
বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তু	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মূল কথা			
		ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
১.	সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা।				

২.	ধর্মীয় ব্যক্তিগণের (নবি, রাসুল, মহানবি (সা:) এর সাহাবি, ধর্মীয় সাধক পন্ডিত)এর জীবনচরিত অনুসরণ করা।				
৩.	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদাচার, সহমর্মিতা, ত্যাগের মনোভাব, দেশপ্রেম, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ ইত্যাদি) অর্জন করে সঠিক পথে চলতে পারা।				
৪.	নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।				
৫.	মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।				

অংশ-গঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী

- **ধর্মীয় অনুশাসন (Religious Instruction)** : ধর্মীয় গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত এমন কিছু নীতিমালা যেগুলো তার অনুসারীকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্দেশিত পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করে।

কর্মপত্রঃ

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির প্রতিফলন

(পাঠ্য পুস্তকের আলোকে প্রতিটি ঘরে শ্রেণি, অধ্যায়, বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে দিন)

ক্রঃ নং	বিবেচ্য বিষয়	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা			
		ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
১.	নৈতিক গুণাবলি				
২.	মানবিক গুণাবীলি				
৩.	আধ্যাত্মিক গুণাবলি				

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের শিখনক্ষেত্রঃ

ক্রঃ নং	শিখন ক্ষেত্র	বিষয়
১	ভাষা ও যোগাযোগ	বাংলা ও ইংরেজি
২	গণিত ও যুক্তি	গণিত
৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	প্রাথমিক বিজ্ঞান
৪	ডিজিটাল প্রযুক্তি	আইসিটি
৫	সমাজ ও বিশ্ব নাগরিত্ব	সামাজিক বিজ্ঞান
৬	জীবন ও জীবিকা	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
৭	পরিবেশ ও জলবায়ু	সামাজিক বিজ্ঞান/ প্রাথমিক বিজ্ঞান
৮	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	ধর্ম ও নৈতিকতা
৯	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
১০	শিল্প ও সস্কৃতি	শিল্পকলা

লক্ষ্যনীয় ৮ নম্বর শিখনক্ষেত্রঃ

৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চচার্র মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।

অংশ-গ:

ধর্মের মৌলিক শিক্ষা: নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি

ধর্মের আভিধানিক অর্থ 'সৎকর্ম' বা 'শাস্ত্রানুযায়ী আচার'। যুক্তিবাদীর মতে, 'মনুষের কর্তব্য সম্পাদনই ধর্ম।' জ্ঞানবাদির মতে, 'মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে তার নাম ধর্ম।' অন্যকথায়, যা মানবকে ধারণ করে, তাই মানবের ধর্ম।

ধর্ম (Religion) : ধর্ম হলো একজন মানুষের নৈতিকতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে সমন্বিত একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত নীতি, আদর্শ ও আদর্শমান অনুযায়ী পরিচালিত জীবনাচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে।

সহজভাবে : ধর্ম হলো একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত আদর্শের দিকে পরিচালিত করে।

মূল্যবোধ (Value) : মূল্যবোধ হলো এমন একটি বিশ্বাস বা সংস্কৃতি যা তার ভিতরকার কিছু নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাকে একটি বিশেষ আচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Value) : ধর্মীয় মূল্যবোধ হচ্ছে ধর্মীয়গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত নীতিমালা। এগুলো মানুষকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ একজন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে করণীয় নির্ধারণ ও অনুশীলন করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।।

যেমন: খ্রিস্ট ধর্মে আর্তের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। মূল্যবোধ অনেক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে আর্তের সেবায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করে। আবার বৌদ্ধ ধর্মে জীবের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়াকে মূল্যবোধ হিসেবে দেখা হয়।

নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Value) : নৈতিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজনকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

আমরা কোন একটি মূল্যবোধকে মূল্য দিলে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে সে অনুযায়ী আমরা আচরণ করি। মূল্যবোধসমূহের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ কোন ব্যক্তিকে ভুল-সঠিক, ভাল-মন্দ, ন্যায়–অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নির্ধারণে নির্দেশনা দেয়। সততাকে আমরা একটি নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে ধরতে পারি, কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে আমরা বলি যে সে অনৈতিক কাজ করেছে, অনুচিত কাজ করেছে।

মানবিক মূল্যবোধ (Humanitarian Value) :

মানবিক মূল্যবোধ বলতে কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে বুঝায়, যা মানুষ ও অন্যান্য জীবের কল্যাণকর কার্যাবলী অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের মানবিক আচরণ, ব্যবহার ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে তাই মানবিক মূল্যবোধ।

আমাদের প্রচলিত ধর্ম ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সমূহের প্রত্যেকটিতে সবথেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোতে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোর আলোকে পরিবার, বিদ্যালয়, সম্প্রদায়,

খেলার সাথী, সমাজ ও প্রথা থেকে একজন শিশু এ জাতীয় মূল্যবোধ লাভ করে। যাকে মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা যেতে পারে, যা অনুশীলনের জন্য সকল ধর্মেরই অনুশাসন রয়েছে। এ অনুশাসনগুলো মানবিক মূল্যবোধ গঠনেরও প্রধান মানদন্ড। এ মানবিক মূল্যবোধ লালিত করার ফলে সময়ের সাথে আদর্শিক, ধর্মীয় বা পবিত্র বিষয়গুলো জাগ্রত হয়। আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের ধারণার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একজন মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ফুটে ওঠে, যা রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও উন্নত করে।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Metaphysical Value) : আত্মার চেয়ে অধিক কিছু বিষয়কে মূলত আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীন সাধনচিন্তা ও উচ্চতর মননশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার সন্ধান করাটাই হলো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

- **ইসলামে** আধ্যাত্মিক অনুশীলন মূলত: সালাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যার সময় নিজের সমস্ত জাগতিক চিন্তা ভাবনাতে বশীভূত করে কেবল আল্লাহর উপর মনোনিবেশ করা।

২. **হিন্দুধর্মে** আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার চর্চা সাধনা নামে পরিচিত। জপ, মন্ত্র ও পূজার নীরব বা শ্রবণযোগ্য পুনরাবৃত্তি সাধারণ হিন্দু আধ্যাত্মিক অনুশীলন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মোক্ষ-জ্ঞানযোগ, ভক্তি যোগ, কর্ম যোগ ও রাজ যোগ অর্জনের জন্য গভীর আধ্যাত্মিক চর্চা স্বীকৃত। একই সাথে তান্ত্রিকচর্চা হিন্দু ধর্মে আধ্যাত্মক মূল্যবোধের বিকাশের আরেকটি ক্ষেত্র।

৩. **বৌদ্ধধর্মে** আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাধারণ শব্দটি হল ভাবনা। পালি শব্দ 'যোগ' বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের 'আধ্যাত্মিক অনুশীলন' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্মী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে, আউগাথা হল সূত্রযুক্ত প্রার্থনা যা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি প্রণাম সহ বৌদ্ধ ভক্তির কাজ শুরু করার জন্য পাঠ করা হয়। জৈন বৌদ্ধধর্মে, ধ্যান (যাকে বলা হয় জ্যাজেন), কবিতা লেখা (বিশেষ করে হাইকু), চিত্রকলা, লিপিবিদ্যা, ফুলের আয়োজন, জাপানি চা অনুষ্ঠান এবং জেন বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ আধ্যাত্মিক অনুশীলন বলে মনে করা হয়।

৪. **খ্রিস্টধর্মে** আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হল প্রধানত প্রার্থনা, উপবাস ও বাইবেলের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভক্তিমূলক চর্চা। এছাড়াও গির্জায় উপস্থিতি, যুকার্বাদী, যেমন সাবধানতা অবলম্বন কর প্রভুর দিন (সানডে সাব্ব্যাটারিয়ানিজম), পবিত্র ভূমিতে খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রা করা, গির্জায় পরিদর্শন ও প্রার্থনা করা, প্রি-দিয়ুতে হাঁটু গেড়ে থাকা, নিজের বাড়ির বেদীতে প্রতিদিন প্রার্থনা করা, শান্ত সময়, প্রতিফলন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নির্জনতা, অধ্যয়ন, আত্মসমর্পন ইত্যাদি ধর্মীয় আচার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকেই বিকশিত করে।

অধিবেশনঃ ২	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)

শিখনফল

ক. বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে পারবেন।

অংশ-কঃ বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা

কর্মপত্র (অধিঃ২)

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু থেকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্ধারণ

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু						মন্তব্য
		৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		৫ম শ্রেণি		
		ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	
১	সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস							
২	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন							
৩	ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা							
৪	নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা							
৫	মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা							

অধিবেশনঃ ৩	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (খ্রীষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)

শিখনফল

খ. বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে পারবেন।

অংশ-কঃ বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা

কর্মপত্র (অধিঃ৩)

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু থেকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্ধারণ

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু						মন্তব্য
		৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		৫ম শ্রেণি		
		খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	
১	সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস							
২	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন							
৩	ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা							
৪	নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা							
৫	মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা							

অধিবেশনঃ ৪	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল

শিখনফল

ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারেবেন।

খ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-কঃ ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক

ক) ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির প্রতিটির জন্যে কি পাঠ্য পুস্তক রয়েছে?
খ) উত্তর না হলে, এ সকল ক্ষেত্রে কীভাবে পাঠ দেওয়া হয়?

সম্ভাব্য উত্তর- ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য পাঠ্য বই রয়েছে। আর এ সকল পাঠ্য পুস্তকের শিখন শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে শিক্ষক সংস্করণ। অন্যদিকে, ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য পাঠ্য পুস্তক নেই। এই দুই শ্রেণির বিষয়বস্তুর আলোকে শিখন শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে শিক্ষক নির্দেশিকা।

বি:দ্রঃ বর্তমানে ১ম শ্রেণির জন্য পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

কর্মপত্র

বিষয়:

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ক্রমিক নম্বর	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু		শিক্ষক সহায়িকা	
	শ্রেণি	অধ্যায়	শ্রেণি	পাঠ
১)সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস				
২)ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন				
৩)ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা				
৪) নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা				
৫)মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা				

১. শিক্ষক সহায়িকা ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন

http://nctb.gov.bd/site/page/aba8bf27-e6a8-4453-9ae1-5f2de6111f20/-

২. পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন

http://nctb.portal.gov.bd/site/page/baa2c9a1-0836-46e2-98ec-4a3a501b78f2

অংশ-খ: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল

বিষয়বস্তুর ধরন পাঁচটি
সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস
ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন
ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা
নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা
মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

কর্মপত্র

শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু,উপকরণ ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ

ক্রমিক নম্বর	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু	উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল	সম্ভাব্য উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল
১				
২				
৩				
৪				
৫				

অধিবেশনঃ ৫	শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখন শেখানো অনুশীলন

শিখনফল

ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন করবেন;

অংশ-কঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ

- প্রতিটি দলকে তাদের ধর্মের ইবাদত/প্রার্থনা/ উপাসনা বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক সহায়িকা পর্যবেক্ষণ করতে দিবেন।

দল ও বিষয়বস্তুর ছকঃ

১.	দলের নাম	নির্বাচিত পাঠ	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো কৌশল	মন্তব্য
২.	ইসলাম	৩য় শ্রেণি, পাঠ ৩, পৃষ্ঠা ৫৬, (শিক্ষক সংস্করণ)	ওযু করার নিয়ম	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	
৩.	হিন্দু	৫ম শ্রেণি, পাঠ ১, পৃষ্ঠা ১৬, (শিক্ষক সংস্করণ)	ঈশ্বরের সরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	
৪.	খ্রিষ্টান	১ম শ্রেণি, ৪র্থ অধ্যায়, পাঠ-১, পৃষ্ঠা ৩৪, (শিক্ষক সহায়িকা)	খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন উৎসব,	প্রদর্শন, আলোচনা	
৫.	বৌদ্ধ	১ম শ্রেণি, ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১, (শিক্ষক সহায়িকা)	নিত্যকর্ম বন্দনা	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	

বি. দ্র. পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণের ক্ষেত্রে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করবেন।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ

কর্মপত্রঃ(পাঠ পরিকল্পনা পর্যালোচনা)

বিষয়বস্তু	পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ	পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ	উপস্থাপন কৌশলসমূহ
ইবাদত/উপাসনা/প্রার্থনা/নিত্যকর্ম			

অংশ-খ: শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন

প্রশিক্ষক একটি পাঠ প্রদর্শণের পূর্বে নিম্নের অংশ শিক্ষক সহায়িকা হতে দেখে প্রস্তুতি গ্রহন করবেন।

শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন

পাঠ পরিকল্পনা ছক

একটি নমুনা পাঠ

১ম শ্রেণির ইসলাম নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৬০ পৃষ্ঠা অনুসরণ করতে পারেন

পাঠ-২ শ্রেণি ১ম বিষয়: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রদ্ধা ও সম্মান

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৩.১.৪ শ্রদ্ধা ও সম্মান সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বলতে পারবে।

৩.১.৫ পিতা-মাতা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ

চিত্র/ভিডিও, পুশপিন বোর্ড, চকবোর্ড, চক, ডাস্টার।

বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণির ইসলাম নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৬০ পৃষ্ঠা এর বিষয়বস্তু

শেখন শেখানো কার্যাবলি

একক কাজ/জোড়ায় কাজ:

দলগত কাজ:

ফিডব্যাক:

উপস্থাপন ও আলোচনা:

সার সংক্ষেপ:

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন নির্দেশক - ২

মুল্যয়ন ক্ষেত্র	**নির্দেশক**
জ্ঞান	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ গুলো কী কী তা বলতে পেরেছে।
	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সম্পর্কিত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে শিক্ষকের সাথে অংশ গ্রহন করেছে।
দক্ষতা	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সম্পর্কিত দলগত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে ভাবে অংশ গ্রহন করেছে।
	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সম্পর্কে অন্যের মতামত ধৈর্য সহকারে শুনেছে।
মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	দলগত কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে।

পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

শ্রেণি :		**বিষয় :**			
পাঠের শিরোনাম :		**শিক্ষকের নাম :**			
ক্রমিক নম্বর	**মূল্যায়ন সূচক**	**হ্যাঁ**	**না**	**মোটামুটি**	**পর্যালোচনা -মূলক মতামত**
১.	পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠ উপস্থাপন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা?				১.পাঠের সবল দিকসমূহ:
২.	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কি না?				
৩.	শুভেচ্ছা বিনিময় ও পাঠ শিরোনাম ঘোষণা হয়েছিল কিনা?				
৪.	যোগ্যতা ও শিখনফল অনুসারে বিষয়বস্তু সঠিক ছিল কিনা?				
৫.	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেছেন কী?				

৬.	বিষয়বস্তু অনুসারে উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক ছিল কিনা?				
৭.	শিক্ষকের পাঠের প্রস্তুতি যথাযথ ছিল কি না?				
৮.	উপস্থাপন শেষে পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছিল কি না?				
৯.	শিখনফল অর্জনে পরিকল্পিত কাজ সমূহ যথার্থ ছিল কিনা?				২.পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ:
১০.	যথাযথ উপকরণ নির্ধারণ ও তার ব্যবহার যথার্থ ছিল কিনা?				
১১.	একক/জোড়ায়/দলগত কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?				
১২.	পাঠ উপস্থাপনে কোন প্রক্রিয়া ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে?				
১৩.	শিক্ষকের নিকট শিক্ষাক্রম এবং বিষয়বস্তু ধারণা স্পষ্ট ছিল কী ?				
১৪.	শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও অনুশীলনের জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন কী?				
১৫.	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন কৌশল প্রয়োগ হয়েছিল কি না?				
১৬.	শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কিনা?				
১৭.	মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন ছিল?				
১৮.	শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কী?				

অধিবেশন: ৬	শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখন শেখানো অনুশীলন

শিখনফল

ক. শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন করতে পারবেন।

খ. পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করে পাঠোন্নয়নের জন্য ফলাবর্তন প্রদান করতে পারবেন।

অংশ-ক: শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন

শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীরা পাঠ প্রদর্শণের পূর্বে নিম্নের পাঠ পরিকল্পনা গুলো শিক্ষক সহায়িকা হতে দেখে প্রস্তুতি গ্রহন করবেন।

পাঠ পরিকল্পনা ছক

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

একটি নমুনা পাঠ

১ম শ্রেণির ইসলাম নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৫৫ পৃষ্ঠা অনুসরণ করতে পারেন

পাঠ-১ শ্রেণি ১ম বিষয়: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

ভালো ও মন্দ কাজ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৩.১.১ ভালো - মন্দ সনাক্ত করতে পারবে।

৩.১.২ ভালো কাজের সুফল বলতে পারবে।

৩.১.৩ দৈনন্দিন জীবনে মন্দ কাজ পরিহার করে ভাল কাজ করতে পারবে।

উপকরণ

চিত্র/ভিডিও, পুশপিন বোর্ড, চকবোর্ড, চক, ডাস্টার,পর্যবেক্ষণ নির্দেশক।

বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণির ইসলাম নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৫৫ পৃষ্ঠা এর বিষয়বস্তু

শেখন শেখানো কার্যাবলি

একক কাজ/জোড়ায় কাজ:

দলগত কাজ:

ফিডব্যাক:

উপস্থাপন ও আলোচনা:

সার সংক্ষেপ:

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন নির্দেশক - ১

মুল্যয়ন ক্ষেত্র	**নির্দেশক**
জ্ঞান	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ গুলো কী কী তা বলতে পেরেছে।
	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সম্পর্কিত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে শিক্ষকের সাথে অংশ গ্রহন করেছে।
দক্ষতা	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সম্পর্কিত দলগত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে ভাবে অংশ গ্রহন করেছে।
	ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সম্পর্কে অন্যের মতামত ধৈর্য সহকারে শুনেছে।
মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	দলগত কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে।

পাঠ পরিকল্পনা ছক

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

একটি নমুনা পাঠ

১ম শ্রেণির হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৫ পৃষ্ঠা অনুসরণ করতে পারেন

পাঠ-২ শ্রেণি ১ম বিষয়: হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

স্রষ্টার বিভিন্ন নাম

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১.১.২ স্রষ্টার বিভিন্ন নাম বলতে পারবে

উপকরণ

নিসর্গ দৃশ্যের ছবি,ভিডিও।

বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণির হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৫ পৃষ্ঠা এর বিষয়বস্তু

শেখন শেখানো কার্যাবলি

ভূমিকা

মূলপাঠ

মাইন্ডম্যাপিং

একক কাজ/জোড়ায় কাজঃ

দলগত কাজঃ

ফিডব্যাকঃ

উপস্থাপন ও আলোচনাঃ

সার সংক্ষেপঃ

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন নির্দেশক - ২

মুল্যয়ন ক্ষেত্র	**নির্দেশক**
জ্ঞান	হিন্দু ধর্মানুসারে স্রষ্টা বিভিন্ন নাম বলতে পেরেছে।
	অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো স্রষ্টার নাম ও বলতে পেরেছে।
দক্ষতা	স্রষ্টার বিভিন্ন নামের তালিকা তৈরি করতে পেরেছে ।
	জোড়ায় কাজ করার সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।
মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	বিভিন্ন ধর্ম অনুসারে স্রষ্টার বিভিন্ন নামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব প্রদর্শন করেছে।
	স্রষ্টার বিভিন্ন নাম জানতে আগ্রহী হয়েছে।
	অন্য শিক্ষার্থীর উত্তর দেওয়ার সময় মনোযোগী ভাব প্রদর্শন করেছে।

পাঠ পরিকল্পনা ছক

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

একটি নমুনা পাঠ

১ম শ্রেণির খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৫ পৃষ্ঠা অনুসরণ করতে পারেন

পাঠ-২ শ্রেণি ১ম বিষয়: হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ঈশ্বরের অপরূপ সৃষ্টি

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১.১.২ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তার সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদের প্রার্থনা করবে।

উপকরণ

মানুষের ছবি/পোষ্টার,আদম হবার ছবি পোষ্টার/ভিডিও।

বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণির খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৫ পৃষ্ঠা এর বিষয়বস্তু

শেখন শেখানো কার্যাবলি

জোড়ায় কাজ:

সতর্কতা:

উপস্থাপন ও আলোচনা:

বিষেশ নির্দেশনা

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন নির্দেশক - ২

মুল্যয়ন ক্ষেত্র	**নির্দেশক**
জ্ঞান	ঈশ্বরের অপরূপ সৃষ্টি কী কী তা বলতে পেরেছে।
দক্ষতা	আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়া সম্পর্কে বলতে পেরেছে ।
	ঈশ্বরকে তার সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদের প্রার্থনা করতে পেরেছে।
মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	ঈশ্বরের অপরূপ সৃষ্টি সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।
	জোড়ায় কাজে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে।

পাঠ পরিকল্পনা ছক

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

একটি নমুনা পাঠ

১ম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৭,৮পৃষ্ঠা অনুসরণ করতে পারেন

পাঠ-২ শ্রেণি ১ম বিষয়: হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

গৌতম বুদ্ধের গৌরবময় জীবন

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

১.১.২ গৌতম বুদ্ধের গৌরবময় জীবন (সংক্ষেপে) বলতে পারবে।

উপকরণ

হলকর্ষণ উৎসবে বৃক্ষের নিচে ধ্যানরত সিদ্ধার্থ,সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ,বন্ধুত্ব লাভ এবং ধর্ম প্রচারের ছবি।

বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ৭ এর বিষয়বস্তু

শেখন শেখানো কার্যাবলি

ভূমিকা

দলগত কাজ:

বিশেষ নির্দেশনা:

উপস্থাপন ও আলোচনা:

সারসংক্ষেপ:

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন নির্দেশক - ২

মুল্যয়ন ক্ষেত্র	**নির্দেশক**
জ্ঞান	গৌতম বুদ্ধের গৌরবময় জীবন সম্পর্কে বলতে পেরেছে।
	গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানা দিক বর্ণনা করতে পেরেছে।
দক্ষতা	গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
	গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগে কারণ বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	গৌতম বুদ্ধের সাধনার বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে।
	গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পেরেছে।

পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

শ্রেণি :		বিষয় :			
পাঠের শিরোনাম :		শিক্ষকের নাম :			
ক্রমিক নম্বর	**মূল্যায়ন সূচক**	**হ্যাঁ**	**না**	**মোটামুটি**	**পর্যালোচনামূলক মতামত**
১.	পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠ উপস্থাপন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা?				১.পাঠের সবল দিকসমূহ:
২.	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কি না?				
৩.	শুভেচ্ছা বিনিময় ও পাঠ শিরোনাম ঘোষণা হয়েছিল কিনা?				
৪.	যোগ্যতা ও শিখনফল অনুসারে বিষয়বস্তু সঠিক ছিল কিনা?				
৫.	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেছেন কী?				
৬.	বিষয়বস্তু অনুসারে উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক ছিল কিনা?				
৭.	শিক্ষকের পাঠের প্রস্তুতি যথাযথ ছিল কি না?				
৮.	উপস্থাপন শেষে পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছিল কি না?				
৯.	শিখনফল অর্জনে পরিকল্পিত কাজ সমূহ যথার্থ ছিল কি না?				২.পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ:
১০.	যথাযথ উপকরণ নির্ধারণ ও তার ব্যবহার যথার্থ ছিল কি না?				
১১.	একক/জোড়ায়/দলগত কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?				
১২.	পাঠ উপস্থাপনে কোন প্রক্রিয়া ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে?				
১৩.	শিক্ষকের নিকট শিক্ষাক্রম এবং বিষয়বস্তু ধারণা স্পষ্ট ছিল কী ?				
১৪.	শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও অনুশীলনের জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন কী?				
১৫.	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন কৌশল প্রয়োগ হয়েছিল কি না?				
১৬.	শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কি না?				
১৭.	মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন ছিল?				
১৮.	শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কী?				

তথ্যসূত্রঃ

১) পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

২) ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ২০১৫ ও ২০২০।

৩) শিক্ষক সংস্করণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৪) শিক্ষক নির্দেশিকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৫) শিক্ষক সহায়িকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৬) শিক্ষাক্রম ২০১১ ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১,জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৭) শিক্ষক সহায়িকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।